দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ইংরাজী শিক্ষকের অভাব

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, চাঁদপুর জেলার বেসরকারী স্কুল ও কলেজগুলোতে ইংরাজীর শিক্ষকের অভাব রয়েছে। শতকরা ৭০ থেকে ৮০টি বেসরকারী স্কুল কলেজেহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইংরেজীর শিক্ষক নেই। ইংরাজী পড়ানোর মতো যোগ্য শিক্ষক না পাওয়ার ফলেই এই অবস্থার সূত্রপাত হয়েছে। ইংরাজীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় নিয়োগ করার বিধান বাতিল করার পর থেকেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে এবং তা ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠেছে, যে সব স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয় সে সব শিক্ষায়তনে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারছে না।

বেসরকারী স্কুল ও কলেজে ইংরাজীর শিক্ষকের অভাবে সমস্যাটি কেবল চাঁদপুর জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের সর্বত্রই এই অবস্থা বিরাজমান। সর্বত্রই ইংরাজী শিক্ষকের অভাব। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন বেসরকারী স্কুলে একজনও ইংরাজীর শিক্ষক নেই। অন্য কোন বিষয়ের শিক্ষকদের দিয়ে অথবা নানা রকম জোড়াতালি দিয়ে ঐসব স্কুলে ইংরাজী পড়ানো হচ্ছে। এই ব্যবস্থা যে সুষ্ঠু নয় এবং এতে যে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে ইংরাজী শেখা আদৌ সম্ভব নয় সে ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। ইংরাজী একটা বিদেশী ভাষা এবং তা পড়ানোর জন্য ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন। সে জন্য আগে প্রয়োজন স্কুল-কলেজগুলোতে ইংরাজীর উপর গুরুত্ব আরোপ। কিন্তু যেহেতু সেখানে ভালো শিক্ষকের অভাব সেইহেতু সেইখানে ভালো করে ইংরেজী শেখানো সম্ভব হচ্ছে না।

এই পরিস্থিতির অনেকগুলো কারণ আছে। তবে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে স্বাধীনতার পর ইংরেজীর প্রতি উপেক্ষা। স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা যেহেতু বাংলা সেজন্য ইংরেজী চর্চায় তথা শিক্ষার তেমন দরকার নেই আমাদের এই ধরনের একটা ধারণা জন্মেছিল। ফলে ইংরেজী হয়েছে অবহেলিত। অথচ ইংরেজী হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাষা এবং এই ভাষা সঠিকভাবে কোন জাতি শিক্ষা ও চর্চা না করলে তাদের পক্ষে বিশ্বের অন্য দেশগুলো থেকে ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে হবে। বস্তুতপক্ষে গত কয়েক বছরে ইংরেজী ভাষার প্রতি চরম অবহেলার ফলে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদপদতা তীব্রতর হয়েছে।

এখন হঠাৎ করে আমরা ইংরেজী ভাষাকে অবহেলা করার ভয়াবহ পরিণাম বুঝতে পেরেছি এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা ইংরেজী ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে- জাতিকে এর মাসুল দিতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হলে স্কুল ও কলেজগুলোতে ইংরেজী শিক্ষকের অভাব ঘোচাতে হবে। তাদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। গোড়াতেই ভাল শিক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে না; সে ক্ষেত্রেই আমাদের মতে বেসরকারী স্কুল ও কলেজগুলোতে ইংরেজীতে তৃতীয় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীধারীদের নিয়োগ করা যেতে পারে। এজন্য এ ব্যাপারে ১৯৮৪ সালে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। এরা কতটা যোগ্য শিক্ষক হবে সে ব্যাপারে অবশ্য প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। জবাবে বলা যায় যে, একেবারেই ইংরেজীর শিক্ষক না থাকার চাইতে অন্তত কিছুটা যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক থাকাও ভাল। ইংরেজীতে তৃতীয় শ্রেণীতে মাস্টার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকরা স্কুল-কলেজের শিক্ষার চাহিদা পূরণে অন্তত কিছুটা অবদান নিশ্চয় রাখতে পারবে। তাছাড়া এসব শিক্ষকদের যথাযথভাবে ট্রেনিং দেয়া হলে তাদের যোগ্যতা বাড়বে এবং তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবে বলে আশা করি।